নিফাক বা মুনাফিকী

নিফাক বা মুনাফিকী কুফরের অন্য রূপ। যারা এমন করে তাদের মুনাফিক বলা হয়। মুনাফিক বাহ্যত মুসলিম।
* তারা নামাজ, রোজা, হাজ্জ (সহ কিছু ইবাদাত বন্দেগী) পালন করে, তবে সার্বিক ভাবে দ্বীন মেনে চলে না।
* তারা ইসলামকে ধর্ম হিসাবে মানে কিন্তু দ্বীন (তথা জীবন বিধান) হিসাবে মানে না।
* তারা ধার্মিক সাজতে পছন্দ করে কিন্তু তাগুত্ব বর্জনে রাজি হয় না।
* তারা নির্ধারিত কিছু ইবাদতে ইসলামী বিধান মেনে চলে। তবে রাষ্ট্র পরিচালনা, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদিতে কাফিরদের অনুকরণই তাদের অধিক পছন্দ।
* তারা জীবনের কিছু অংশে ইসলাম মানে। আর অনেক ক্ষেত্রে কুফরী নীতি গ্রহন করে।
* তারা বাস্তব জীবনে ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রনে নতুন পথ তৈরী করে।
* তারা ইসলাম ও কুফর একই সাথে গ্রহন করে।

তাই দুনিয়ায় মুসলিম হিসাবে পরিচিতি হলেও আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত তালিকায় (লাউহে মাহফূজে) তারা কাফির হিসাবে নিবন্ধনকৃত। আখেরাতে তারা কাফির হিসাবে চির জাহান্নামী।

শব্দ পরিচিতিঃ নিফাক্ব আরবী শব্দ। নিফাক্ব অর্থ কপটতা, দ্বিমুখতা, বহুরূপী হওয়া ইত্যাদি। সে মতে যারা নীতিহীন, যারা দ্বিমুখী, যারা বহুরূপী, যারা কপট তাদের মুনাফিক বলা হয়।

সংজ্ঞাঃ যে মুসলিম তাগুত্ব বর্জন করেনি, বা জীবনের কোন ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান পছন্দ করেনি বা ইসলামের কোন ব্যাপারে সংশয় ও সন্দেহ পোষণ করে ইসলামী পরিভাষায় তাকে মুনাফিক বলা হয়।

মুনাফিকের ব্যাপারে ইসলামী বিধান

১. মুনাফিক আসলে কাফির। আল্লাহ তায়া'লা ও মুঅ্মিনদের সাথে প্রতারণার অপরাধে জঘন্যতম অপরাধী। তাই মুনাফিকের আযাব কাফিরের চেয়ে কঠিন। তারা জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

যারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করে, যারা (রাসূলের আদর্শ না মেনে) আল্লাহ থেকে রাসূলকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। যারা বলে: (ইসলামের) কিছু (নামায, রোজা, হাজ্জ) মানব আর কিছু (রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি) মানতে পারব না। যারা (ইসলাম ও কুফরের) সংমিশ্রনে নতুন পথ তৈরী করে। এরাই আসল কাফির। এদের তরে যন্ত্রনাদায়ক আযাব।
(৪ নিসা: ১৫০, ১৫১)

কিছু মানুষ বলে: আমরা আল্লাহ ও আখেরাত বিশ্বাস করি। এরা মুঅ্মিন নয়। এরা আল্লাহ ও মুঅ্মিনদের সাথে প্রতারণাকারী। আসলে এরা নিজেকেই প্রতারিত করছে কিন্তু এঅনুভুতিও এদের নেই। এদের অন্তরে বিমার, আল্লাহ এবিমার আরো বাড়িয়ে দেন। এদের তরে যন্ত্রনাদায়ক আযাব, মিথ্যার পরিনতিতে। যদি বলা হয়: যমীনে ফাসাদ কর না। এরা বলে: আমরা সংশোধন করছি। আসলে এরা ফাসাদকারী। কিন্তু এ অনুভুতিও এদের নেই। যদি বলা হয়: লোকজন যে ভাবে ঈমান আনছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আনো। তারা বলে: আমরা ঈমান আনবো ওই আহম্মদকদের মত? আসলে এরাই আহম্মক কিন্তু এতটুকু কান্ডজ্ঞান ও এদের নেই। মুঅ্মিনদের সাক্ষাতে এরা বলে: আমরাও মুঅ্মিন। আর শয়তান(নেতা)দের সাথে গোপন সাক্ষাতে বলে: আমরা তোমাদেরই সঙ্গী। তাদের সাথে ঠাট্টা করছি মাত্র। (২ বাক্বারাহ: ৮-১৪)

মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে। আল্লাহ এপ্রতারণার বদলা দেবেন। তারা অসল ভাবে, লোক দেখানোর জন্য নামাযে দাড়ায়। আল্লাহর স্মরন খুব কমই করে। তারা ইসলাম ও কুফরের মধ্যে দুদোল্যমান। এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার তরে কোন পথ খুজে পাবে না। মুঅ্মিনগণ! মুঅ্মিন ব্যতীত কোন কাফিরকে মিত্র বানিও না। এমন কিছু কর না, যাতে আল্লাহর আযাব অবধারিত হয়ে যায়? (এতে

তোমরা মুনাফিক হয়ে যাবে) আর মুনাফিক জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে। তাদের (বাঁচার) কোন উপায় নেই। (৪ নিসা: ১৪২-১৪৫)

২. মুনাফিকরা নেতৃত্বের অযোগ্য। কোন কাফির বা মুনাফিকের আনুগত্য করা বৈধ নয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

হে নবী (নবীর উম্মতগণ!) আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকো। কোন কাফির বা মুনাফিকের আনুগত্য কর না। আল্লাহ মহা-জ্ঞানী, মহা-কৌশলী। আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ওহী মেনে চলো। তোমাদের সকল কাজ-কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ অবগত। আল্লাহর উপর ভরসা রাখো। অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। (৩৩আহযাব: ১,২)

মুনাফিকের স্বভাবঃ

মুনাফিকদের অনেক বদ-স্বভাব কুর্আন ও হাদীছে বর্নিত হয়েছে। নিম্নে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

১. মুনাফিকরা মুসলিম সাজে, ঈমান জাহির করে। কিন্তু আসলে এরা মুঅ্মিন নয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ
কিছু মানুষ বলে: আমরা আল্লাহ ও আখেরাত বিশ্বাস করি। আসলে এরা মুঅ্মিন নয়। (২ বাক্বারাহ: ৮)

বেদুইনরা বলে: আমরা ঈমান এনেছি। বলে দাও: তোমরা ঈমান আননি। বরং বল: আমরা ইসলাম গ্রহন করেছি। কারন ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। আল্লাহ ও রাসূলের অনুকরণ করলে তিনি তোমাদের প্রতিদান কমাবেন না। আল্লাহ গাফূর, রাহীম। (৪৯ হুজরাত: ১৪)

২. মুনাফিকরা নামায পড়ে, রোজা রাখে, হজ্জ করে, যাকাত দেয়, কুরবাণী করে। তবে তাদের সকল কিছু লোক দেখানোর জন্য, ধার্মিক সাজার জন্য। ইরশাদ হচ্ছেঃ

মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে। আল্লাহ এ প্রতারনার বদলা দেবেন। তারা অসল ভাবে, লোক দেখানোর জন্য নামাযে দাড়ায়। আল্লাহর স্মরন খুব কমই করে। (৪ নিসা: ১৪২)

৩. মুনাফিকরা পুর্নাঙ্গ দ্বীন তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী অনুশাসন মেনে নেয় না। তারা দ্বীনের কিছু মানে আর কিছু মানে না। নির্ধারিত কিছু উৎসব পালন করে ধার্মিক সাজতে তারা খুব পছন্দ করে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তারা বলে: আমরা দ্বীনের কিছু (নামায, রোজা, হাজ্জ ইত্যাদি) মানব আর কিছু (রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি) মানতে পারব না। তারা (ইসলাম ও কুফরের) সংমিশ্রনে নতুন পথ তৈরী করে। (৪ নিসা: ১৫০)

৪. মোনাফিকরা ইসলাম ও কুফর সংমিশ্রনে নতুন পথ তৈরী করে এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন করে। তাদের কিছু কাজ মুসলমানের মত আর কিছু কাফিরের মত। (দেখে নিন উপরের আয়াত, নিসা: ১৫০)

৫. মুনাফিকরা কথায় পঠু, খুব চালাক ও ধুর্ত হয়। কখনো কথার মারপ্যাচে আর কখনো সরলতার ভান করে তারা খুব সহজে মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

দুনিয়ায় এমন কিছু মানুষ আছে যারা কথা দিয়ে তোমাকে সন্তুষ্ট করে ফেলবে আর অন্তরের ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষ্যি বানাবে (যাতে তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে) আসলে এরা চরম ঝগড়াটে। (২ বাক্বারাহ: ২০৪)

৬. মুনাফিকরা নীতি আদর্শের ধার ধারে না। তাদের কাছে স্বার্থটাই সবচেয়ে বড়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তারা বলে: আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি, আমরা তাদের অনুগত। তারা অনেকেই আবার (কুফরে) ফিরে যায়। এরা মুঅ্মিন নয়। বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের (ইসলামী শারীয়া'হর) প্রতি আহ্বান করা হলে এরা মানতে অস্বীকার করে। আর ব্যক্তিগত ফায়দার জন্য অনুগত হয়ে ছুটে আসে। তবে কি এদের অন্তরে বিমার? না এরা সন্দিহান? নাকি আল্লাহ ও রাসূল থেকে অবিচারের আশংকা করছে? আসলে তারাই অবিচারী। বিচার ও শাসনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আহ্বান করা হলে মুঅ্মিনের কথা হবে একটাই: শোনলাম আর মেনে নিলাম। (যারা এমন করে) তারাই সফল। (২৪ নূর: ৪৭-৫১)

৭. প্রভাব খাটিয়ে অন্যের সম্পদ জবর দখল করা, মিথ্যা মামলা করা, নিজের পক্ষে রায় নেয়ার জন্য বিচারে ঘুষ দেয়া, স্বার্থ হাসিলের জন্য তাগুত্বের সরনাপন্ন হওয়া মুনাফিকদের আরেকটি বদ-স্বভাব। যেমন:

বিশর নামে এক ব্যক্তি মদীনায় বাস করত। বিশর মুসলিম ছিল। মদীনাহ তখন ইসলামের রাজধানী। রাসূল সাঃ মদীনাহর নেতা। বিশর ছিল ধুর্ত ও কপট। নীতি আদর্শের বালাই ছিল না তার। ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে সে এক ইয়াহুদের জমি দখল করে নিল। ইয়াহুদ আপত্তি করলে বিশর মিথ্যা মামলা করতে চাইল।
কায়া'ব বিন আশরাফ মদীনাহর ইয়াহুদ নেতা। সুধ-খুর ও ঘোষখুব কায়া'ব কবি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবি হিসাবে খ্যাত ছিল।

বিশর ভাবল মামলাটি নিয়ে কায়া'ব বিন আশরাফের কাছে যেতে পারলেই কেল্লা ফতেহ। ঘোষ দিয়ে রায় নিজের পক্ষে নেয়া যাবে। কিন্তু বাঁধ সাধল ইয়াহুদ। সে কায়া'বের কাছে যেতে রাজি হল না। ইয়াহুদের পিড়াপিড়িতে শেষ পর্যন্ত মামলাটি মুহাম্মাদ সাঃ আদালতে তুলা হল। সবকিছু শোনার পর রাসূল সাঃ ইয়াহুদের পক্ষে রায় দিলেন।

বিশর অন্য ফন্দি আটল। সে মামলাটি নিয়ে উমর রাঃর খেদমতে হাজির হল। ইয়াহুদ উমার রাঃকে সব বলে দিল। বিশর বলল: রাসূল সাঃ হয়ত ভাল করে ভাবেননি তাই আপিল করতে আপনার কাছে এসেছি।

উমর রাঃ বিশরকে হত্যা করে ঘোষনা করলেন: যারা রাসূলের বিচারে সন্তুষ্ট না হয়ে আপিল করে ইহাই তাদের উত্তম বিচার। ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত করে ইরশাদ হচ্ছেঃ

তাদের দেখনি? যারা মনে করে তারা তোমার প্রতি ও ইতিপূর্বে নাযিলকৃত বিষয়ে ঈমান রাখে আর বিচার নিয়ে যেতে চায় ত্বাগুত্বের কাছে। অথচ তাদের হুকুম করা হয়েছিল: ত্বাগুত্বকে বর্জন করতে। শয়তান সম্পূর্ন রূপে তাদের বিভ্রান্ত করে দিতে চায়। (৪ নিসা: ৬০)

উল্লেখ্য ত্বাগুত্ব অর্থ অবাধ্য। আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য কায়া'ব বিন আশরাফকে ত্বাগুত্ব বলা হয়েছে। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিকে ত্বাগুত্ব বলা হয়। সকল প্রকার ত্বাগুত্ব বর্জন করা আল্লাহর আদেশ। ত্বাগুত্ব বর্জন ঈমানের পূর্বশর্ত। ত্বাগুত্ব বর্জন না করলে ঈমান কবুল হয় না।

৮. মুনাফিকরা ফাসাদ প্রিয়। তারা দুর্নীতি, অনিয়ম ও আত্মসাতে সেরা। তারা নিজের মন্দকে ভাল নামে অভিহিত করে। আর মুঅ্মিনদেরকে মন্দ নামে বিশেষিত করে প্রপাগান্ডায় মেতে উঠে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তাদের (মুনাফিকদের) যদি বলা হয়: যমীনে ফাসাদ কর না। তারা বলে: আমরা সংশোধন করছি। (আল্লাহ বলেন:) জেনে রেখো! এরাই ফাসাদ কারী কিন্তু (ফাসাদ ও সংশোধন বুঝার মত) অনুভুতিও এদের নেই। (২ বাকারাহ: ১১)

৯. মুনাফিক নিজেকে খুব চালাক ও বুদ্ধিমান ভাবে। তারা কাফিরদের সাথে গোপন সম্পর্ক রাখে। ইরশাদ হচ্ছেঃ মুঅ্মিনদের সাক্ষাতে তারা বলে: আমরাও মুঅ্মিন। আর শয়তান(নেতা)দের সাথে গোপন সাক্ষাতে বলে: আমরা তোমাদের সঙ্গী। তাদের সাথে উপহাস করছি মাত্র। (২ বাকারাহ: ১৪)

১০. মুনাফিকরা মনে করে: মুঅ্মিনরা ধর্মান্ধ। দুনিয়ার ভাল মন্দ কিছুই বুঝে না। ইরশাদ হচ্ছেঃ
(বদরে মাত্র ৩১৩জন মুঅ্মিন যখন আল্লাহর সাহায্য ও রাসূলের কথায় আশ্বস্থ হয়ে ১০০০সৈন্যের বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন) তখন মুনাফিক ও রুগ্ন অন্তরের (দুর্বল ঈমানের) লোকেরা বলল: এরা ধর্মান্ধ হয়ে গেছে। (আল্লাহ বলেন) আল্লাহর উপর ভরসা কারীদের জন্য আল্লাহ আযীয, হা'কীম (অপ্রতিরুদ্ধ, মহা-কৌশলী)। (৮ আনফাল: ৪৯)

১১. মুনাফিকরা হয় ভোগবাদী ও জিহাদ বিমুখ। নানা বাহানায় তারা জিহাদ থেকে দূরে থাকে। যেমন:

(তবুকের যুদ্ধ ছিল রাসূল সাঃর জীবনে কঠিনতম যুদ্ধ। শত্রু ছিল বিশ্বের পরা শক্তি রোম। সফর ছিল অনেক দীর্ঘ। দুনিয়ার হিসাবে বিজয়ের সম্ভাবনা ছিল খুব কম। প্রতিকূল আব-হাওয়া ও মদীনাহর প্রধান ফসল খেজুর ঘরে তোলার সময়। তাই মুনাফিকরা এ যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে ছিল। কিন্তু যুদ্ধে মুসলমানদের অবিশ্বাস্য বিজয় সাধিত হয়। শত্রু বাহিনী যুদ্ধ না করেই পালিয়ে যায়। বিজয়ী রাসূল সাঃ মদীনাহ ফিরার পথে মুনাফিকদের ব্যাপারে অনেক আয়াত নাযিল হয়। এর একটি হল)

সম্পদ লাভের সম্ভাবনা থাকলে আর সফর সহজ হলে তারা তোমার সঙ্গী হত। কিন্তু (এসফর) তাদের কাছে কষ্টকর মনে হয়েছে। (তুমি ফিরে গেলে) তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে: সাধ্য থাকলে আমরাও আপনাদের সঙ্গী হতাম''। তারা নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আল্লাহ জানেন তারা মিথ্যুক। (৯ তাওবাহ: ৪২)

যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে তারা জান-মাল নিয়ে জিহাদে না যাবার অনুমতি চায় না। মুত্তাক্বীদের ব্যাপারে আল্লাহ খুব অবগত। জিহাদে না যাবার অনুমতি কেবল তারাই চায় যারা আল্লাহ ও আখেরাতে অবিচল আস্থা রাখে না। তাদের অন্তরে সংশয়। আর তারা সংশয়ে দুদোল্যমান। (৯ তাওবাহ: ৪৪,৪৫)

১২. মানুষের মাঝে ফিৎনাহ, ফাসাদ ছড়িয়ে দিতে সদা সচেষ্ট থাকা। দুশমনের ভয় দেখিয়ে মানুষকে সন্ত্রস্ত করা এবং ভিরুতা ও কাপুরুষতা মুনাফিকদের বদ-স্বভাব। ইরশাদ হচ্ছেঃ

(যুদ্ধে) বের হলে তারা খাবাল (ফিৎনাহ, ফাসাদ ও ভয়-ভীতি) ছড়াত। তারা খুব দ্রুত এসব অনিষ্ট তোমাদের মাঝে ছড়িতে দিত। তাদের কথা শোনার লোকও তোমাদের মাঝে বিদ্যমান। জালিমদের ব্যাপারে আল্লাহ খুব জানেন। ইতিপূর্বেও তারা (বদরে) ফিৎনাহর চেষ্টা করেছে, তখন অনেক কিছু উলট-পালট হয়ে যাবার উপক্রম ছিল। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রতিষ্ঠিত ও আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয়েছে। যদিও তারা পছন্দ করে না। (৯ তাওবাহ: ৪৭,৪৮)

১৩. মুনাফিকদের আরো একটি প্রধান স্বভাব সাধু সাজা। যেমন:
(তবুক যুদ্ধ ছিল রোমানদের বিরুদ্ধে। তবুকে বসবাসকারী বনী আসফারের মেয়েরা খুব সুন্দরী ও আকর্ষনীয় ছিল।
মনীনাহর নিকটে বাস করত বনী-সালামাহ। মুসলিম গুত্র বনী-সালামাহর এক নেতা ছিল জাদ্দ বিন ক্বাইস। জাদ্দ মুসলিম হলেও নীতি আদর্শের বালাই ছিল না তার। সে ছিল লম্পট ও চরিত্রহীন।

তখনকার নিয়ম অনুযায়ী যুদ্ধে পরাজিত জাতির নারীদের পূর্ন নিরাপত্তা দেয়া হত এবং যুদ্ধ বন্দি হিসাবে বিজিত সেনাদের মাঝে ভাগ করে দেয়া হত। লোকজন দাসী হিসাবে তাদের পরিবারের সদস্য করে নিত।

তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূল সাঃ জাদ্দকে বললেন: জাদ্দ! বনী-আসফারের বন্দিদের সঙ্গী বানালে কেমন হবে? জাদ্দ বলল: লোকজন জানে: নারীর প্রতি আমি খুবই দুর্বল। বনী-আসফারের নারীদের দেখলে আমি ঠিক থাকতে পারব না। তাই আমাকে এই ফিৎনায় না ফেলে পিছনে থাকার অনুমতি দিন। এতে নাযিল হয়েছে:)

তাদের (মুনাফিকদের) কেউ কেউ বলে: আমাকে (যুদ্ধে) না যাবার অনুমতি দিন। আমাকে ফিৎনায় ফেলবেন না। (আল্লাহ বলেন:) জেনে রেখো! এরা ফিৎনায় নিমজ্জিত। জাহান্নাম ওই কাফিরদের ঘিরে রেখেছে। (৯ তাওবাহ: ৪৯)

১৪. মুনাফিকরা মুসমানদের বিজয়ে ব্যথিত আর পরাজয়ে খুশি হয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তোমাদের বিজয়ে তারা ব্যথিত হয়। আর পরাজয়ে বলে: আমরা আগ থেকেই সাবধান ছিলাম। তারা খুশী হয়ে ঘরে ফিরে যায়। বলে দাও: আমাদের তাই হবে যা আল্লাহ তাকদীরে রেখেছেন। তিনি আমাদের অভিভাবক। মুঅ্মিনদের উচিত (মুনাফিকদের কথায় কান না দিয়ে) একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখা। (৯ তাওবাহ: ৫০,৫১)

১৫. মুনাফিকরা পাইলে খুশি আর না পাইলে দুঃখিত হয়। যেমনঃ

(একদা রাসূল সাঃ সাদাকাহ বন্টন করছিলেন। তখন খুরকুস বিন জাহির (যে বাহ্যত মুসলিম ছিল এবং আল-খুওয়াইস্বিরাহ নামে পরিচিত ছিল। রাসূল সাঃর পর আলী রাঃর খিলাফত কালে খালীফাহর বাইয়া'ত থেকে বের হয়ে খাওয়ারিজ গঠন করেছিল) এসে বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনসাফ করেন। রাসূল সাঃ বললে: তোমার ধ্বংস হক। আমি ইনসাফ না করলে কে করবে ? নাযিল হল:)

তারা সাদাকাহ বণ্ঠনে তোমাকে তিরস্কার করে। তারা পেলেই সন্তুষ্ট আর না পেলে অসন্তুষ্ট হয়। আল্লাহ রাসূল তাদের যা দেন তা নিয়ে যদি খুশি থাকত আর বলত: আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ ও রাসূল আমাদের অবশ্যই দান করবেন। আমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হলাম। (৯ তাওবাহ: ৫৮, ৫৯)

১৬. মুনাফিকরা থাকে অবাধ্য। তারা নিজের স্বার্থের জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা করে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তারা নবীকে কষ্ট দেয়। বলে: তিনি সকল কথায় কান দেন। বলে দাও! তিনি যা শোনেন তা তোমাদের জন্য কল্যানকর। তিনি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন, মুঅ্মিনদের বিশ্বাস করেন। মুঅ্মিনদের জন্য তিনি রহমত স্বরূপ। আল্লাহর রাসূলকে যারা কষ্ট দেয় তাদের তরে যন্ত্রনাদায়ক আযাব। (৯ তাওবাহ: ৬১)

১৭. নিজের কথা বিশ্বাস করাতে ও লোকজনকে খুশি করতে মুনাফিকরা বেশী বেশী কসম খায়। ইরশাদ হচ্ছেঃ তোমাদের খুশি করার জন্য তারা আল্লাহর নামে কসম করে। তারা মুঅ্মিন হলে আল্লাহ ও রাসূলই তাদের উপর খুশি হতেন। (৯ তাওবাহ: ৬২)

(যুদ্ধ শেষে) ফিরে গেলে তোমাদের খুশি করতে তারা আল্লাহর নামে কসম (করে মিথ্যা বাহান উপস্থাপন) করবে। তাদের উপেক্ষা কর। তারা ঘৃনিত। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। ইহাই তাদের কর্মফল। তারা কসম করে তোমাদের খুশি করতে চায়। তোমরা খুশি হয়ে গেলেও আল্লাহ ওই পাপিষ্ঠদের প্রতি খুশি হবেন না। (৯ তাওবাহ: ৯৫,৯৬)

১৮.মুনাফিকদের মুখে মিঠা, অন্তরে বিষ। মুখোস উন্মোচনের ভয়ে তারা সদা আতঙ্কিত থাকে। ইরশাদ হচ্ছেঃ মুনাফিকদের আশংকা: কোন সূরাহ নাযিল হয়ে যদি তাদের গোপন তথ্য ফাঁশ করে দেয়। বলে দাও! তামাশা করে যাও। তোমরা যে আশংকা করছ আল্লাহ অবশ্যই তা প্রকাশ করবেন। (৯ তাওবাহ: ৬৪)

১৯. মুনাফিকরা ষড়যন্ত্র করে। আল্লাহ রাসূল ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা করে। আর ধরা পড়লে বলে: ঠাট্টা করেছি। ইরশাদ হচ্ছেঃ

জিজ্ঞেস করলে তারা বলে: ঠাট্টা করেছি। বলো! তোমরা কি আল্লাহ, রাসূল ও আল্লাহর বিধান নিয়ে ঠাট্টা কর? বাহানা বানিও না। ঈমান আনার পর তোমরা কুফর করেছ। তোমাদের কাউকে ক্ষমা করা হলেও অন্যদের অবশ্যই আল্লাহ সাজা দেবেন। কারন তারা পাপিষ্ঠ। (৯ তাওবাহ: ৬৫, ৬৬)

২০. মুনাফিকরা ভাল কাজে বাঁধা দেয় এবং মন্দ কাজে উৎসাহিত করে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী পরস্পরের মিত্র। তারা মন্দে উৎসাহ দেয়, ভাল থেকে বিরত থাকে, বাঁধা দেয়। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে তাই আল্লাহ ও তাদের ভুলে থাকবেন। মুনাফিকরা নীতিহীন। আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী ও কাফিরদেরকে জাহান্নামের ওয়াদা দিচ্ছেন। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। তাদের জন্য ইহাই যথেষ্ট। তাদের উপর আল্লাহর লা'নত। তাদের জন্য চিরস্থায়ী আযাব। (৯ তাওবাহ: ৬৭, ৬৮)

২১. ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকদের অন্যতম বদ-স্বভাব। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা বদ্ধ হয়। বলে: আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করলে সাদাকাহ করব, ভাল পথে জীবন যাপন করব। আর সম্পদ পাবার পর কার্পন্য করে, বিমুখ হয়ে যায়। ফলে ওয়াদা ভঙ্গ ও মিথ্যা বলার কারনে আল্লাহ সারা জীবনের জন্য তাদের অন্তরে মুনাফিক্বী ঢেলে দেন। (৯ তাওবাহ: ৭৫-৭৭)

২২. মুনাফিকরা জিহাদ পছন্দ করে না, জিহাদ থেকে বাঁচতে পারলে তারা খুশি হয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

যাারা আল্লাহর পথে জিহাদ পছন্দ করে না। যারা রাসূলের (সাথে যুদ্ধে না গিয়ে) পিছনে বসে থেকে খুশি হয়। এবং (অন্যকে) বলে: এত গরমে বের হয়ো না। তাদের বলে দাও! জাহান্নামের আগুন অধিক গরম। যদি তারা বুঝত। তারা যেন কম কম হাঁসে আর বেশি বেশি কাঁদে। কারন তাদের কর্মফল বড় ভয়াবহ। (৯ তাওবাহ: ৮১,৮২)

২৩. মুনাফিকরা কথায় পঠু। তারা যুদ্ধে যায় না। তবে ভবিষ্যতে সব করে ফেলার ওয়াদা করে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

আল্লাহ তোমাকে (যুদ্ধ থেকে) ফিরিয়ে নিলে তারা ভবিষ্যতে বের হবার কথা বলবে। বলেদিও! তোমরা আমাদের সাথে বের হতে পারবে না, শত্রুর মোবাবিলা করার সাধ্য তোমাদের নেই। কারন প্রথমবার বসে থেকে তোমরা খুশি হয়েছ। সুতরাং সর্বদা বসেই থাকবে। (৯ তাওবাহ: ৮৩)

২৪. মুনাফিকরা তাদের দুষ্কৃতিকে আড়াল করার জন্য, দল ভারি করার জন্য এবং মুঅ্মিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির জন্য মসজিদ বানায়।
এমন একটি মসজিদ বানিয়ে ছিল মদীনার কিছু মুনাফিক। তাদের এ মসজিদ ছিল চক্রান্ত কারীদবের আশ্রয়স্থল। মসজিদটি উদ্বোধনের জন্য তারা রাসূল সাঃকে দাওয়াত করেছিল। তিনিও সম্মত হয়ে ছিলেন। পরে তাদের ব্যাপারে নাযিল হলঃ

তারা (ইসলামের) ক্ষতি সাধনের জন্য, কুফরের (শারীয়াহ বিরুধী কাজের) জন্য, মুঅ্মিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির জন্য, আল্লাহ ও রাসূলের বিরুধিতা কারীদের আশ্রয় স্থল বানানোর জন্য মসজিদ নির্মান করে আর কসম করে বলে: আমরা সৎ উদ্দেশ্যেই কাজটি করেছি। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন এরা মিথ্যুক। (৯ তাওবাহ: ১০৭)
পরে রাসূল সাঃ সাহাদের পাঠিয়ে মসজিদটি জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেন।

২৫. মুনাফিকরা দুশমনের শক্তি দেখে ভীত হয়ে যায় এবং আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া ওয়াদাকে মিথ্যা মনে করে।

রাসূল সাঃর ইসলামী সরকার যখন দিনদিন মজবুত হতে লাগল। তখন মক্কাহর নেতাদের আহ্বানে গঠিত হল সম্মিলিত আরব জোট। ইসলামী সরকারকে উৎখাত করতে ধেয়ে এল মিত্র বাহিনী। পবিত্র কুর্আনে একে আহযাব বলা হয়েছে। মদীনার প্রবেশ পথে খন্দক খনন করে রাসূল সাঃ প্রতিরক্ষা করেছিলেন। এজন্য ইহা খন্দকের যুদ্ধ নামে খ্যাত। ইরশাদ হচ্ছেঃ

যখন উপর ও নীচ থেকে শত্রু সেনা ধেয়ে আসছিল। যখন (তোমাদের) চক্ষু সমূহ দৃষ্টিভ্রম ও প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে যাচ্ছিল। তোমরা যখন আল্লাহ সম্পর্কে নানা কূ-ধারনা পোষন করছিলে। (অবস্থার ভয়াবহতায়) মুঅ্মিনগণ যখন ভীষণ ভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল। আসলে এ অবস্থায় ফেলে মুঅ্মিনদের পরীক্ষা করা হয়েছে। তখন মুনাফিক ও রুগ্ন অন্তরের লোকেরা বলেছিল: আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিশ্রুতি ধোকা বৈ কিছুই নয়। (৩৩ আহযাব: ১০-১২)

২৬. মুনাফিকরা ভীতু। তারা যুদ্ধ করে না, যুদ্ধে বাঁধা দেয়। শত্রুর ভয়ে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যায়, অন্যদের ও পালাতে প্ররোচিত করে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

(মিত্র জোটের বিশাল বাহিনী দেখে) একদল মুনাফিক বলল: ইয়াছরিব (মদীনাহ) বাসীগণ! আজ তোমরা দাড়াতেও পারবে না। ঘরে ফিরে যাও। তাদের অনেকে রাসূলের কাছে অনুমতি চেয়ে বলেছিল: আমাদের বাড়ী-ঘর অরক্ষিত। আসলে এসব কিছুই নয়। তাদের উদ্ধেশ্য ছিল পালিয়ে যাওয়া। (৩৩ আহযাব: ১৩)

আল্লাহ জানেন কারা যুদ্ধে বাঁধা প্রদান করে এবং অন্য ভাইদের বলে: আমাদের সাথে ফিরে এসো। যুদ্ধে তারা খুব কমই যায়। (৩৩ আহযাব: ১৮)

২৭. মুনাফিকদের যবান খুব ধারালো। তারা কথায় পটু, কাজে ঠন্ঠন্। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তোমাদের কল্যানে তারা খুবই কৃপন। যুদ্ধকালে দেখবে: চক্ষু উল্টিয়ে ফেল ফেল করে চেয়ে আছে যেন মৃত্যু তাদের গিলে খাচ্ছে। আর যুদ্ধের পর ক্ষুরধার যবান দিয়ে তোমাদের পরিচালিত করবে। ভাল কাজে এরা অতি কৃপন। এরা মুঅ্মিন নয়। তাই আল্লাহ তাদের (নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত, সহ) সকল আ'মাল নিস্ফল করে দেন। ইহা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। (৩৩ আহযাব: ১৯)

২৮. মুনাফিকরা কাফিরদের সাথে মিত্রতা করে, মুঅ্মিনদের কষ্ট দেয়, সমস্যা তৈরী করে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

কোন কাফির বা মুনাফিকের আনুগত্য কর না। তাদের দেয়া কষ্ট উপেক্ষা কর এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখো। অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। (৩৩ আহযাব: ৪৮)

২৯. মুনাফিকরা তকদীরের উপর অবিচল বিশ্বাস রাখে না। কোন অঘটন ঘটলে তারা বলে: এমন হলে এমন হত না। এমন করলে এমন হত ইত্যাদি। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তারা যুদ্ধে থেকে পিছিয়ে থাকে এবং ওই সব ভাই (যারা যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হয়েছে তাদের) সম্পর্কে বলে: আমাদের কথা শোনলে এরা নিহত হত না। বলে দাও! তোমরা সত্য হলে নিজেদের থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে রাখো। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়: তারা মরে গেছে'' এমন ধারনাও কর না। বরং তারা জীবিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের রিজক দেয়া হয়। (৩ আল-ইমরান: ১৬৮, ১৬৯)

৩০. মুনাফিকরা ঈমানের বদলে কুফর খরিদ করে। তারা কাফিরদের কাছে ঈমান বিকিয়ে দিয়ে কুফর আমদানী করে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

ঈমানের বিনিময়ে কুফর খারিদকারী (মুনাফিক)রা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের তরে যন্ত্রনা দায়ক আযাব। (৩ আল-ই'মরান: ১৭৭)

মুনাফিকের পরিনতিঃ

১. মুনাফিকদের জন্য আল্লাহর আযাব অবধারিত। ইরশাদ হচ্ছেঃ
বলে দাও! আমাদের ব্যাপারে তোমরা দুইটি (বিজয় বা শাহাদাত) সু-সংবাদের যে কোন একটির জন্য অপেক্ষা কর। আর আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ থেকে বা আমাদের হাতে আযাবের অপেক্ষা করছি। তাই তোমরা অপেক্ষা কর। আমরাও অপেক্ষায় আছি। (৯ তাওবাহ: ৫২)

২. মুনাফিকদের ইবাদাত বন্দেগী, দান-খয়রাত কিছুই কবুল করা হয় না। মুনাফিকদের নামায, রোজা সহ যাবতীয় আ'মাল নিস্ফল ও বেকার হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

বলে দাও: তোমরা সন্তুষ্ট হয়ে খরচ কর বা অসন্তুষ্ট হয়ে। তোমাদের কিছুই কবুল হবে না। তোমরা নীতিহীন। তাদের ইবাদাত কবুল না হবার কারন: তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করে, অলস ভাবে নামাযে দাড়ায় ও অসন্তুষ্ট হয়ে খরচ করে। এদের ধনবল ও জনবল যেন তোমাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ এসব দিয়েছেন যেন তারা দুনিয়ায় সাজা পায় আর (এসব নিয়ে ব্যস্ত থেকে) কুফর অবস্থায় মারা যায়। (৯ তাওবাহ: ৫৩, ৫৪)

আল্লাহ জানেন তোমাদের কারা (যুদ্ধ থেকে) পালিয়ে থাকে আর (যুদ্ধে অংশ গ্রাহন কারী) অন্য ভাইদেরকে বলে: আমাদের সঙ্গে এসো! যুদ্ধে তারা খুব কমই যায়। তোমাদের ব্যাপারে তারা খুবই কৃপন। যুদ্ধকালে দেখবে: চক্ষু উল্টিয়ে ফেল ফেল করে চেয়ে আছে যেন মৃত্যু তাদের গিলে খাচ্ছে। আর ভয় চলে গেলে ক্ষুরধার যবান দিয়ে তোমাদের পরিচালিত করবে। ভাল কাজে এরা অতি কৃপন। এরা মুঅ্মিন নয়। তাই আল্লাহ তাদের (নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত, সহ) সকল আ'মাল নিস্ফল করে দেন। ইহা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। (৩৩ আহযাব: ১৮, ১৯)

৩. মুনাফিকরা মুসলমান নয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ
মুনাফিকরা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে: তারা তোমাদের সঙ্গী। আসলে তারা তোমাদের কেউ নয়। তারা সম্পূর্ন আলাদা জাতি (ইসলামী সমাজ ও রীতিনীতি তাদের পছন্দ নয়)। কোন আশ্রয় স্থল, পাহাড়ী গোহা বা পলানোর জাগা পেলে তারা সেদিকেই ধাবিত হবে। (৯ তাওবাহ: ৫৬,৫৭)

৪. মুনাফিকরা কাফির। যেমনঃ *(এক যুদ্ধের প্রাক্কালে একদল মুনাফিক রাসূল সাঃকে গালি দিয়েছিল এবং তাকে হত্যার চক্রান্ত করেছিল। পরে কসম করে বলেছিল তারা এমন কথা বলেনি। তাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে)*

মুনাফিকরা আল্লাহর নামে কসম করে বলে: তারা একথা বলেনি। অথচ (রাসূলকে গালি দেবার মত) কুফরী কথা বলে ইসলাম গ্রহনের পর তারা কাফির হয়ে গেছে। তারা নিজেদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করতে পরেনি। আল্লাহ ও রাসূল তাদেরকে আল্লাহর ফজল (ধন-সম্পদ, ইজ্জত সম্মান) দান করেছেন। আর এর প্রতিদানে তারা এ জঘন্য কাজ করতে চাচ্ছিল। এখন তাওবাহই তাদের জন্য কল্যানকর। অন্যথায় দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের আযাব দেয়া হবে। তারা কোন ওয়ালী বা সাহায্যকারী খুজে পাবে না। (৯ তাওবাহ: ৭৪)

৫. মুনাফিকদের ক্ষমা করা হবে না। ইরশাদ হচ্ছেঃ
তাদের তরে তোমার ক্ষমা চাওয়া আর না চাওয়া বরাবর। তুমি তাদের হয়ে ৭০বার ক্ষমা চাইলেও আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। কারন: তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করেছে। আল্লাহ নীতিহীনদের হেদায়াত করেন না। (৯ তাওবাহ: ৮০)

৬. মুনাফিকদের জানাযাহ পড়া, তাদের কবর জিয়ারত করা ও তাদের জন্য দোয়া করা নিষেধ। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তারা কেউ মারা গেলে কখনো তাদের জন্য সালাহ (দোয়া, জানাযাহ) করবে না, তাদের কবরে দাড়াবে না। কারন তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফর করেছে এবং আদর্শহীন হয়ে মরেছে। (৯ তাওবাহ: ৮৪)

৭. মুনাফিকদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়। ফলে তারা ভাল-মন্দ বুঝতে পরে না। ইরশাদ হচ্ছেঃ

আল্লাহর উপর ঈমান আনো এবং রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর'' এমন বাণী সম্বলিত কোন সূরাহ নাযিল হলে তাদের সামর্থবান লোকেরাও অনুমতি চায়। তারা বলে: আমাদের পিছনে থাকতে দাও। পিছনে থেকে তারা খুশি হয়। ফলে তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়। তাই তারা বুঝে না। (৯ তাওবাহ: ৮৬,৮৭)

৮. মুনাফিকরা পাপিষ্ঠ, তাদের উপর আল্লাহর লা'নত। ইরশাদ হচ্ছেঃ
যারা আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দেয় দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তাদের লা'নত করেন। তাদের তরে লাঞ্ছনার আযাব। আর যারা নিরপরাধ মুঅ্মিন নর-নারীদের কষ্ট দেয়। তারা রটনাকারী, মহা-পাপী। (৩৩ আহযাব: ৫৮)

৯. মুনাফিকদের জন্য হুশিয়ারী। ইরশাদ হচ্ছেঃ
মুনাফিকরা, রুগ্ন হৃদয়ের লোকেরা, গুজব রটনাকারীরা বিরত না হলে তাদের উপর তোমাকে কর্তৃত্ব দেব। তখন (তারা পালিয়ে যাবে) তোমার কাছে খুব কমই থাকবে। এরা অভিশপ্ত। এদের যেখানেই পাওয়া যাবে হত্যা করা হবে। ইহাই আল্লাহর বিধান। আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন খুজে পাবে না। (৩৩ আহযাব: ৬০-৬২)

১০. মুনাফিকরা মুশরিকদের সঙ্গী। ইরশাদ হচ্ছেঃ
আমি এ আমানত (কুর্আন) আসমান, যমীন ও পাহাড়ের কাছে পেশ করলাম। তারা শঙ্কিত হয়ে (এ দায় নিতে) আস্বীকার করল। আর মানুষ তা গ্রহন করল। (জাতি হিসাবে) মানুষ অজ্ঞ, অবিচারী। মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে আযাব দেয়া হবে। আর মুঅ্মিন পুরুষ ও মুঅ্মিন নারীর তাওবাহ আল্লাহ কবুল করবেন। আল্লাহ গাফূর, রাহীম। (৩৩ আহযাব: ৭৩)

১১. মুনাফিকরা কুফরের দিকে ধাবমান। আখেরাতে তারা কিছুই পাবে না। ইরশাদ হচ্ছেঃ

যারা কুফরের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে তারা যেন তোমার ভাবনার কারন না হয়। তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ চান: তাদের জন্য যেন আখেরাতে কিছুই না থাকে। (তাই এদের নেক কাজের বিনিময় দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। যেমন দেন কাফিরদের) তাদের তরে কঠিন আযাব। (৩ আল-ইমরান: ১৭৬)

১২. মুনাফিকরা কাফির। দুনিয়ায় আল্লাহ তাদের অবকাশ দেন, পাপ করার সুযোগ দেন। যেন তারা জাহান্নামে লাঞ্ছিত হয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

যারা (যেসব মুনাফিক) কুফর করে তারা যেন না ভাবে: আমি যে অবকাশ দিচ্ছি ইহা তাদের জন্য কল্যানকর। আমি অবকাশ দিচ্ছি যেন তারা বেশী বেশী পাপ করে। তাদের তরে লাঞ্ছনার আযাব। (৩ আল-ই'মরান: ১৭৮)

১৩. মুনাফিকরা কাফিরদের সাথে মিত্রতা করে। এর মাধ্যমে তারা ইজ্জত, সম্মান ও নেতৃত্ব হাসিল করতে চায়। ইরশাদ হচ্ছেঃ
মুনাফিকদের জানিয়ে দাও! তাদের তরে যন্ত্রনা দায়ক আযাব। যারা মুঅ্মিনদের বদলে কাফিরদের সাথে মিত্রতা করে। তারা এদের কাছে ইজ্জত চায় ? সকল ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। (৪ নিসা: ১৩৮, ১৩৯)

মুনাফিকদের নিয়ামত দেয়া হয় কেন ?

১. মুনাফিকদের সাজার জন্য, এসব দিয়ে ব্যস্ত রাখার জন্য এবং কুফর অবস্থায় মরে চির জাহান্নামী বানানোর জন্য তাদের নিয়ামত দেয়া হয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তাদের ধনবল ও জনবল যেন তোমাকে বিস্মিত না করে। দুনিয়ায় তাদের শাস্তি স্বরূপ এসব দেয়া হয় যেন (এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকে) কাফির অবস্থায়ই তাদের জীবন শেষ হয়। (৯ তাওবাহ: ৮৫)

এপাঠ পড়ে যা শিখলামঃ

১. নিফাক বা মুনাফিকী কুফরের অন্য রূপ। যারা এমন করে তাদের মুনাফিক বলা হয়।
২. মুনাফিকরা নামাজ, রোজা, হাজ্জ (সহ কিছু ইবাদাত বন্দেগী) পালন করে, তবে সার্বিক ভাবে দ্বীন মেনে চলে না।
৩. মুনাফিকরা ইসলামকে ধর্ম হিসাবে মানে কিন্তু দ্বীন তথা জীবন বিধান হিসাবে মানে না।
৪. মুনাফিকরা ধার্মিক সাজতে পছন্দ করে কিন্তু তাগুত্ব বর্জনে রাজি হয় না।
৫. মুনাফিকরা নির্ধারিত কিছু ইবাদতে ইসলামী বিধান মেনে চলে। তবে রাষ্ট্র পরিচালনা, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদিতে কাফিরদের অনুকরণই তাদের অধিক পছন্দ।
৬. মুনাফিকরা জীবনের কিছু অংশে ইসলাম মানে। আর অনেক ক্ষেত্রে কুফরী নীতি গ্রহন করে।
৭. মুনাফিকরা ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রনে নতুন পথ তৈরী করে।
৮. মুনাফিকরা ইসলাম ও কুফর একই সাথে গ্রহন করে।
৯. মুনাফিকরা দুনিয়ায় মুসলিম হিসাবে পরিচিতি হলেও আল্লাহর কাছে কাফির।
১০. নিফাক্ব আরবী শব্দ। নিফাক্ব অর্থ কপটতা, দ্বিমুখতা, বহুরূপী হওয়া ইত্যাদি।
১১. মুনাফিকরা নীতিহীন, আদর্শহীন, বহুরূপী ও কপট হয়।
১২. যে মুসলিম তাগুত্ব বর্জন করেনি, বা জীবনের কোন ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান পছন্দ করেনি বা ইসলামের কোন ব্যাপারে সংশয় ও সন্দেহ পোষণ করে ইসলামী পরিভাষায় তাকে মুনাফিক বলা হয়।
১৩. মুনাফিক আল্লাহ তায়া'লা ও মুঅ্মিনদের সাথে প্রতারণার অপরাধে জঘন্যতম অপরাধী।
১৪. মুনাফিক নেতৃত্বের অযোগ্য। কোন মুনাফিকের আনুগত্য করা যাবে না।
১৫. মুনাফিকরা মুসলিম সাজে, ঈমান জাহির করে। কিন্তু আসলে এরা মুঅ্মিন নয়।
১৬. মুনাফিকদের সকল কাজ লোক দেখানোর জন্য, ধার্মিক সাজার জন্য।
১৭. মুনাফিকরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলাম মেনে নেয় না। তারা দ্বীনের কিছু মানে আর কিছু মানে না।
১৮. মোনাফিকরা ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রনে নতুন পথ তৈরী করে।
১৯. মুনাফিকদের কিছু কাজ মুসলমানের মত আর কিছু কাফিরের মত।
২০. মুনাফিক চালাক ও ধুর্ত হয়। কথার মারপ্যাচে ও সরলতার অভিনয়ে সহজে মানুষকে আকৃষ্ট করে ফেলে।
২১. মুনাফিকরা নীতি আদর্শের ধার ধারে না। তাদের কাছে স্বার্থটাই সবচেয়ে বড়।
২২. অন্যের সম্পদ জবর দখল, মিথ্যা মামলা, ঘুষের লেনদেন, তাগুত্বের সরনাপন্ন হওয়া মুনাফিকে স্বভাব।
২৩. মুনাফিক নিজের মন্দকে ভাল আর মুঅ্মিনদেরকে ভালকে নানা মন্দ নাম দিয়ে প্রপাগান্ডা করে।
২৪. মুনাফিক নিজেকে খুব চালাক ও বুদ্ধিমান ভাবে। এবং কাফিরদের সাথে গোপন সম্পর্ক রাখে।
২৫. মুনাফিকরা মনে করে: মুঅ্মিনরা ধর্মান্ধ।
২৬. মুনাফিকরা ভোগবাদী ও জিহাদ বিমুখ হয়।
২৭. মানুষের মাঝে ফিৎনাহ, ফাসাদ ছড়িয়ে দিতে সদা সচেষ্ট থাকা। দুশমনের ভয় দেখিয়ে মানুষকে সন্ত্রস্ত করা এবং ভিরুতা ও কাপুরুষতা মুনাফিকদের আরেকটি স্বভাব।
২৮. মুনাফিকরা সাধু সাজে।
২৯. মুনাফিকরা মুসমানদের বিজয়ে ব্যথিত আর পরাজয়ে খুশি হয়।

৩০. মুনাফিকরা পাইলে খুশি আর না পাইলে দুঃখিত হয়।
৩১. মুনাফিকরা দাম্ভিক ও অবাধ্য। তারা নিজের স্বার্থের জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা করে।
৩২. মুনাফিকদের মুখে মিঠা, অন্তরে বিষ। লোকজন সব জেনে যাবে এই ভয়ে তারা সদা আতঙ্কিত থাকে।
৩৩. মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। ধরা পড়লে বলে: ঠাট্টা করেছি।
৩৪. মুনাফিকরা ভাল কাজে বাঁধা দেয় এবং মন্দকে উৎসাহিত করে।
৩৫. ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকদের আরো একটি স্বভাব।
৩৬. লোকজনকে খুশি করার জন্য মিথ্যা কসম করা মুনাফিকদের স্বভাব।
৩৭. মুনাফিকরা তাদের দুষ্কৃতি আড়াল করতে, দল ভারি করতে এবং মুঅ্মিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে মসজিদ বানায়।
৩৮. শত্রুর ভয়ে যুদ্ধ থেকে পালানো ও অন্যকে পালাতে প্ররোচিত করা মুনাফিকদের স্বভাব।
৩৯. মুনাফিকরা ভীতু। তারা যুদ্ধ করে না, যুদ্ধে বাঁধা দেয়।
৪০. মুনাফিকরা আসল কাফির। তারা কাফিরদের সাথে মিত্রতা করে মুঅ্মিনদের কষ্ট দেয়।
৪১. এমন হলে এমন হত না। এমন করলে এমন হত ইত্যাদি বলা মুনাফিকদের স্বভাব।
৪২. মুনাফিকরা ঈমানের বদলে কুফর খরিদ করে। ঈমান বিকিয়ে দিয়ে কুফর আমদানী করে।
৪৩. মুনাফিকদের জন্য আল্লাহর আযাব অবধারিত।
৪৪. মুনাফিকদের ইবাদাত বন্দেগী কবুল হয় না। তাদের সকল আ'মাল নিস্ফল ও বেকার হয়ে যায়।
৪৫. মুনাফিকদের ক্ষমা করা হবে না।
৪৬. মুনাফিকদের জানাযাহ পড়া, তাদের কবর জিয়ারত করা ও তাদের জন্য দোয়া করা নিষেধ।
৪৭. মুনাফিকদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়। ফলে তারা ভাল-মন্দ বুঝতে পরে না।
৪৮. মুনাফিকরা পাপিষ্ঠ, তাদের উপর আল্লাহর লা'নত।
৪৯. মুনাফিকরা মুশরিকদের সঙ্গী।
৫০. মুনাফিকরা কুফরের দিকে ধাবমান। তারা কাফিরদের সাথে মিত্রতা করে ইজ্জত, সম্মান ও নেতৃত্ব হাসিল করতে চায়।

নিফাক ও ঈমানঃ কুফর ও শিরকের মত নিফাক ও ঈমান বিনষ্টকারী মহা-পাপ। মুনাফিক কখনো মুঅ্মিন হতে পারে না। যে ব্যক্তি কোন না কোন ভাবে কুফর, কোন প্রকার শিরক বা নিফাকে জড়িয়ে পড়ল তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তার নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত সব নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায়। তার কোন কিছুই আল্লাহর কাছে কবুল হয় না।

আমরা জানি অনেক বিষয় আছে রোজা ভঙ্গকারী। যা করলে রোজা নষ্ট হয়ে যায়। অনরূপ অযু ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ, নামায ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ সম্পর্কে ও আমরা অবগত। ঠিক তদ্রূপ ঈমান ভঙ্গকারী অনেক বিষয় রয়েছে। এসব বিষয়কে বলা হয় নাওয়াক্বিদ্বু-ল্-ঈমান। এসব বিষয়ের কোন একটি করে ফেললে মানুষের ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এমন করে সে আর মুঅ্মিন থাকে না। বরং মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়।

নাওয়াক্বিদ্বু-ল্-ঈমান ইসলামী আক্বীদাহর অতি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। আক্বাইদের ঈমামগণ এবিষয়ে অনেক কিতাব ও লিখেছেন। এরমধ্যে একটি প্রসিদ্ধ কিতাব হচ্ছে: নাওয়াক্বিদ্বু-ল্-ঈমান আল-ক্বাওলিয়্যাহ ওয়া আল-আ'মালিয়্যাহ'' (অর্থাৎ ঈমান ভঙ্গকারী কথা ও কাজ সমূহ)। কুর্আন হাদীছের দালাইল সম্বলিত অতি গুরুত্বপূর্ন এ কিতাবটি ৫৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করা হয়েছে। কিতাবটি আরবী ভাষায় লিখিত। আজকাল কিতাব খানা অনেক ওয়েবসাইডে পিডিএফ পাওয়া যাচ্ছে।

তাই আসুন! এবার ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় সম্পর্কে কিঞ্চিৎ জেনে নেই।